



12658 - ইতকিফরে ক্বতেরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে আদর্শ

প্রশ্ন

আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে ইতকিফ করার আদর্শ জানতে চাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইতকিফ করার ক্বতেরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে আদর্শ হচ্ছে অধিক পরিপূর্ণ ও অধিকতর সহজ।

তিনি লাইলাতুল ক্বদরেরে সন্ধান— একবার প্রথম দশদনি ইতকিফ করছেন; তারপর মাঝরে দশদনি ইতকিফ করছেন; এরপর তাঁর কাছে প্রতীমান হয়েছে যে, লাইলাতুল ক্বদর শেষে দশকে। এর পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি শেষে দশকে ইতকিফ করে গেলেন। একবার তিনি শেষে দশকে ইতকিফ করতে পারেননি। তাই শাওয়াল মাসে সটোর কাযা পালন করছেন। শাওয়াল মাসেরে প্রথম দশকে তিনি ইতকিফ করছেন। [সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম]

যে বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে মৃত্যু হয়েছে সে বছর তিনি ২০ দনি ইতকিফ করছেন। [সহিহ বুখারী (২০৪০)]

এর কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আয়ু শেষে হয়ে আসার বিষয়টি জানতে পরেছিলেন; তাই তিনি নিকীর কাজ বেশি করতে চেয়েছেন। যাতা করে তাঁর উম্মতেরে কাছে এ বিষয়টি তুলে ধরতে পারেন যে, যখন তারা শেষে বয়সে পৌঁছবে তখন তারা যেন আমলেরে ক্বতেরে পরিশ্রমী হয়; যাতা করে তারা তাদেরে সর্বোত্তম অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে।

অন্য মতে, এর কারণ হল প্রত্যেকে রমযান মাসে জব্রাইল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে একবার কুরআন পুনরাবৃত্তি করতেন। যে বছর তিনি মৃত্যুবরণ করছেন সে বছর দুইবার পুনরাবৃত্তি করছেন। তাই তিনি যতটুকু সময় ইতকিফ করতেন তার দ্বিগুণ সময় ইতকিফ করছেন।

তবে সবচেয়ে মজবুত অভিমত হলো— তিনি সেই বছর বিশদনি ইতকিফ করছেন। কারণ আগেরে বছর তিনি মুসাফরি ছিলেন। এর সপক্ষে প্রমাণ করে নাসাঈ, আবু দাউদ ও ইবনে হিব্বান প্রমুখ কর্তৃক সংকলিত উবাই বনি কাব (রাঃ) এর বর্ণিত হাদিস; হাদিসটির ভাষ্য আবু দাউদেরে: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানেরে শেষে দশকে ইতকিফ করতেন।



একবছর তিনি সফরে থাকায় ইতকিাফ করনেনা। তাই পররে বছর তিনি বিশিদিন ইতকিাফ করছেন।"[ফাতহুল বারী থেকে সমাপ্ত]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোট আকৃতির তাবু পাতার নর্দিশে দতিনে। মসজদিে তার জন্য এটি পাতা হত। তিনি তাতে অবস্থান করতনে এবং মানুষ থেকে বচ্ছিন্নি থেকে তাঁর রবরে অভিমুখী হতনে। যাতে করে নর্জিনতার বাস্তব রূপ পূরণ হয়।

একবার তিনি তুর্কি তাবু (ছোট তাবু)-তে ইতকিাফ করছেন এবং তাবুর মুখে একটা ছটাই দিয়ে রেখেছিলেন। [সহি মুসলমি (১১৬৭)]

ইবনুল কাইয়যমে (রহঃ) যাদুল মাআদ গ্রন্থে (২/৯০) বলছেন:

"এ সবকছু করছেন যাতে করে ইতকিাফরে উদ্দেশ্য ও প্রাণ হাছলি হয়। এটি ছিলি অজ্ঞে লোকরো যা করে তথা ইতকিাফকে মলোমশো ও সাক্ষাৎপ্রার্থীদরে সাক্ষাৎস্থল হিসেবে গ্রহণ করা এবং তাদরে মাঝে খোশ আলাপ জুড়ে দয়ো— এ সবরে সম্পূর্ণ বপিরীত। এ ধরণরে ইতকিাফরে এক রঙ। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে ইতকিাফরে আরকে রঙ।"[সমাপ্ত]

তিনি সারাক্ষণ মসজদিে অবস্থান করতনে। শুধু প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া মসজদি থেকে বরে হতনে না। আয়শো (রাঃ) বলনে: "যখন তিনি ইতকিাফে থাকতনে তখন প্রয়োজন ছাড়া বাসায় আসতনে না।"[সহি বুখারী (২০২৯) ও সহি মুসলমি (২৯৭)] মুসলমিরে অপর এক রেওয়াজতে আছে: "মানবকি প্রয়োজন ছাড়া"। ইমাম যুহরী এর ব্যাখ্যা করছেন: পশোব ও পায়খানার প্রয়োজন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরষিকার-পরচ্ছন্নতা রক্ষা করে চলতনে। তিনি আয়শো (রাঃ) এর কামরার দকিে মাথা ঢুকিয়ে দতিনে। আয়শো (রাঃ) তাঁর মাথা ধুয়ে চর্নিন কররে দতিনে।

আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলনে, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজদিে ইতকিাফে থাকাবস্থায় আমার দকিে তাঁর মাথা ঢুকিয়ে দতিনে। আমি হায়যে অবস্থা নিয়ে তাঁর মাথা আঁচড়িয়ে দতিাম।[সহি বুখারী (২০২৮) ও সহি মুসলমি (২৯৮)] সহি বুখারী ও মুসলমিরে অপর রেওয়াজতে আছে: "আমি তাঁর মাথা ধুয়ে দতিাম"।

হাফযে ইবনে হাজার বলনে:

"এ হাদসিে মাথা আঁচড়ানোর অধিক্ত হিসেবে পরষিকার-পরচ্ছন্নতা, সুগন্ধি ব্যবহার, গোসল করা, মাথা মুণ্ডন করা, পরপাটি হওয়া ইত্যাদি জায়যে হওয়ার পক্ষে প্রমাণ রয়েছে। জমহুর আলমেরে অভিমিত হচ্ছে— মসজদিে যা কছু করা মাকরুহ



কবেল সবে সব ছাড়া ইতকিাফ অবস্থায় অন্যসব কিছু করা মাকরুহ নয়।[সমাপ্ত]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ ছিল তিনি ইতকিাফে থাকাবস্থায় কোন রোগী দেখতে যেতেন না, কোন জানাযার নামাযে শরীক হতেন না। যাতনে করে আল্লাহ তাআলার আরাধনায় পূর্ণ মনোনবিশে করতে পারেন এবং ইতকিাফের গুঢ় রহস্য বাস্তবায়ন করতে পারেন। আর তা হল: মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ অভিমুখী হওয়া।

আয়শো (রাঃ) বলেন: "ইতকিাফকারীর জন্য সুননত হল— রোগী দেখতে না যাওয়া, জানাযার নামাযে না যাওয়া, কোন নারীকে স্পর্শ না করা ও শৃঙ্গার না করা এবং একান্ত যে প্রয়োজনে বেরে না হলে নয়; এমন প্রয়োজন ছাড়া বেরে না হওয়া।"[সুনানে আবু দাউদ (২৪৭৩), আলবানী হাদিসটিকে সহিহ সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে সহিহ বলছেন]

"কোন নারীকে স্পর্শ না করা ও শৃঙ্গার না করা" এর দ্বারা আয়শো (রাঃ) সহবাস বুঝাতে চেয়েছেন— শাওকানী নাইলুল আওতার গ্রন্থে এ কথা বলছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতকিাফে থাকাবস্থায় তাঁর কোন এক স্ত্রী তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। যখন তাঁর স্ত্রী চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন তখন তিনিও তাকে পৌঁছে দেয়ার জন্য তার সাথে উঠে দাঁড়ালেন। এটি ছিল রাতের বেলায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী সাফিয়্যা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের শেষে দশকে মসজিদে ইতকিাফ করাকালে তিনি তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন। তিনি কিছু সময় তাঁর সাথে কথা বলেন। এরপর চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ান। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাকে পৌঁছে দেয়ার জন্য তা সাথে উঠে দাঁড়ান।[সহিহ বুখারী (২০৩৫) ও সহিহ মুসলিম (২১৭৫)]

সারকথা হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইতকিাফের বৈশিষ্ট্য ছিল সহজতা ও কাঠনিয়বহীন। গোটো সময় ছিল আল্লাহর যিকিরি, তাঁর ইবাদত ও লাইলাতুল ক্বদরের সন্ধানে মশগুল।

[দখুন: ইবনুল কাইয়্যমে-এর 'যাদুল মাআদ' (২/৯০), ড. আব্দুল লতফি বালতু-এর 'আল-ইতকিাফ: নাযরা তারবাওয়িয়াহ']